দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 2 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভার্সিটি শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় সরকার উদ্বিগ্ন!

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ায় সরকার উদ্বিগ্ন। তাঁদের এ ধরনের রাজনীতি বন্ধ করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোমবার জনপ্রশাসন সংস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়। এতে বলা হয়, শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। এই সভায় প্রশাসনের দুর্নীতি রোধ এবং দুর্গম এলাকায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২০ শতাংশ হারে বিশেষ ভাতা দেয়ার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

সোমবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে কথা ওঠে। এ সময় বলা হয়, শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নানা দলের সমর্থক। তাঁদের দল যখন যে অবস্থানে থাকে তখন তাঁদের আচরণ হয় সে অনুযায়ী। তাঁরা ভিসির নিয়োগ নিয়ে কথা বলেন, নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসির কোন কাজ তাঁদের মতের সঙ্গে না মিললে তাঁরা তাঁর অপসারণ দাবি করেন। এসব করে তাঁরা মূলত শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে তোলেন। আর বিষয়টিকে তাঁরা সরকারের ব্যর্থতা হিসাবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। অথচ ভিসির সঙ্গে কোন সমস্যা হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় রয়েছে, তাঁরা সেখানে আসতে পারেন। তাঁদের অভিযোগ সরকারের কাছে জানাতে পারেন। কিন্তু তা না করে নিজেরাই আন্দোলন শুরু করেন। নষ্ট করেন শিক্ষার পরিবেশ। পরিবেশ রক্ষার জন্য হলেও শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া বন্ধ করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সভায় বলা হয়, প্রশাসনের কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। এই দুর্বলতার জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। এ কারণে কাজের কোন অগ্রগতি নেই। সোমবারের সভায় বলা হয়, প্রশাসনের কাঠামোগত দুর্বলতা রোধের জন্য বিশেষ বৈঠক করতে হবে। আগামীতে তাঁরা এ বিষয় নিয়ে বসে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বলে সূত্র জানায়। এছাড়া সভায় বলা হয়, প্রশাসনে গতিশীলতা আনার জন্য দুর্গম এলাকার কর্মকর্তাদের সর্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে রাখার বিধান চালু করা হয়েছে। তাঁরা যাতে সব সময় উপস্থিত থাকেন সে কারণে তাঁদের জন্য বিশেষ ভাতা দেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় বলা হয়, পার্বত্য এলাকায় কর্মরতদের জন্য ৩০ শতাংশ বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কাজেই দুর্গম এলাকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২০ শতাংশ বিশেষ ভাতা দেয়া যেতে পারে। আলোচনা এ পর্যন্তই হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত দেয়া হয়নি। সভায় বলা হয়, সকল শূন্য পদে এখনই নিয়োগ দেয়া হবে না। জরুরী পদে দেখে দেখে নিয়োগ দেয়া হবে। প্রশাসনকে তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় আনার বিষয়ে আলোচনা হয়।